বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর কমিশন আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/০৫

তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)

১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

বাংলাদেশ

www.berc.org.bd

আদেশ সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
২	আবেদন প্রক্রিয়াকরণ	১-২
৩	গণশুনানি	২-৪
৪	কমিশনের পর্যালোচনা ও বিবেচনা	৪-৮
৫	রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement)	৮-১০
৬	কমিশনের আদেশ	১০
৭	কমিশনের নির্দেশনাবলী	১১-১২
পরিশিষ্ট -'ক'	খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি	১৩-১৪

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/০৫
তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বিষয় ঃ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) কর্তৃক দাখিলকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবসম্বলিত ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের আবেদনের ওপর কমিশন আদেশ।

অনুচ্ছেদ-১ ঃ আবেদনের সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এর লাইসেন্সী ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার গড়ে ১৭.৮৫% বৃদ্ধির জন্য ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে কমিশনে আবেদন করে। উক্ত আবেদনে ডিপিডিসি তাদের প্রস্তাবের সপক্ষে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) কর্তৃক বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার বৃদ্ধির জন্য কমিশনে পেশকৃত আবেদন, সরকার ঘোষিতব্য নতুন পে-স্কেল কার্যকর হলে বেতন-ভাতা খাতে সম্ভাব্য ব্যয় বৃদ্ধি, বিউবো এর পাওনা বিলের আংশিক পরিশোধ, অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান, ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছে।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ আবেদন প্রক্রিয়াকরণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ডিপিডিসি এর ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিশন আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও এ বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে। অনুসৃত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ডিপিডিসি এর আবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গঠিত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কাজ শুরু করে। কমিশন অনুসৃত নিয়ম অনুসারে আবেদনটি ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম বিশেষ কমিশন সভায় আমলে নিয়ে ২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ দুপুর ০২:০০ টায় এবিষয়ে কমিশন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর অডিটোরিয়ামে গণশুনানির দিন, সময় ও স্থান ধার্য করে।

কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ডিপিডিসি কর্তৃক দাখিলকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব সম্পর্কে অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/বিএসটি-০/৪০০৬, তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ এর মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্তি ও শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পাটি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), নাগরিক ঐক্য ও অন্যান্য, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি (ন্যাপ), গণতন্ত্রী পার্টি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওনার্স এসোসিয়েশন ও কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি জেরা পর্বে অংশগ্রহণের জন্য এবং

এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিজিএমইএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন সম্মানিত অধ্যাপক, বাপবিবো, ডেসকো, ওজোপাডিকো, পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল, বাংলাদেশ অটো রি-রোলিং এন্ড স্টিল মিলস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড (বিএসআরএম), ড. এম এম আকাশ, জনাব ড. এম নুরুল ইসলাম, জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ও জনাব মোঃ আলী আজিম বিবৃতি পর্বে অংশগ্রহণের জন্য কমিশনে নাম তালিকাভুক্ত করে। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (সম্মিলিতভাবে) এবং ক্যাব শুনানি-পূর্ববর্তী লিখিত মতামত কমিশনে প্রেরণ করে।

অনুচ্ছেদ - ৩ ঃ গণশুনানি

২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর ০২.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এ আর খান এর সভাপতিত্বে টিসিবি এর অডিটোরিয়ামে ডিপিডিসি এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ, প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জনাব মোঃ মাকসুদুল হক এবং জনাব রহমান মুরশেদ শুনানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে আইনের ধারা ১২(৪) মোতাবেক শুনানি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোরাম পূর্ণ হয়।

শুনানির প্রারম্ভে সূচনা বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারম্যান শুনানিতে উপস্থিত হওয়া ও অংশগ্রহণ করায় সকলকে কমিশনের পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং একই সাথে শুনানি অনুষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পালনীয় নিয়মাবলী সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। শুনানির নিয়মাবলী সকলের অবগতির জন্য উল্লেখ করে অংশগ্রহণকারী সকলকে শুনানির সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে সংযত বক্তব্য, শালীন ভাষা ব্যবহার, ব্যক্তিগত আক্রমণ পরিহার এবং বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন। শুনানিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুন্ন রেখে আইন-কানুনকে প্রাধান্য দিয়ে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন ও প্রস্তাবের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা অথবা প্রমাণাদি দিয়ে যুক্তি খণ্ডনের বিষয়ে প্রাধান্য দেয়ায় প্রতি সকলকে অনুরোধ করেন।

শুনানির নিয়ম অনুসারে কমিশনের চেয়ারম্যান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের যৌক্তিকতা শুনানিতে উপস্থাপনের জন্য ডিপিডিসি এর প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা ডিপিডিসি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ নজরুল হাসান কে আহ্বান জানিয়ে শুনানি আরম্ভ করেন এবং প্রস্তাবের পক্ষের স্পোকপারস্ন/সাক্ষীগণ-কে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। সে মতে ডিপিডিসি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রস্তাবটি উপস্থাপন ও প্রশ্নের জবাব প্রদানের সাথে জড়িত দলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ-কে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রস্তাবটি পেশ করার পূর্বে ডিপিডিসি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেন। এ সময়ে তিনি কোম্পানীর কাজের সীমা, কোম্পানীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, ভোক্তাদের খতিয়ানসহ সিস্টেম লসের ধারা বার-চার্ট ও তথ্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবের যৌক্তিকতার সপক্ষে ডিপিডিসি এর নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) বলেন যে, তাদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে ৩৩ কেভি লেভেলে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের সিস্টেম লস যেখানে ছিল ১৬.৮৯% সেখানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ঐ লেভেলে সিস্টেম লস এসে দাঁড়িয়েছে ৮.৯৭%। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ইউনিটপ্রতি সরবরাহ ব্যয় ৭.৪৪ টাকার বিপরীতে ইউনিটপ্রতি আয় ৭.৩৮ টাকা। এর ফলে তাদের ইউনিটপ্রতি ০.০৬ টাকা লোকসান হচ্ছে। বিউবো প্রস্তাবিত হারে বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার ১৮.১২% বৃদ্ধি করা হলে ইউনিটপ্রতি খরচ হবে ৮.৬০ টাকা। বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার ইউনিটপ্রতি গড় সরবরাহ ব্যয়ের তুলনায় কম হওয়ায় কোম্পানী আর্থিকভাবে দুর্বল হচ্ছে, সিস্টেম উন্নত

করার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ যোগানসহ গ্রাহকসেবার মান আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি করতে পারছে না। তাই তিনি সরবরাহ ব্যয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ মূল্যহার নির্ধারণ করে কোম্পানীর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কমিশনের সহায়তা কামনা করেন। তিনি আরও বলেন যে সেবার মান উন্নয়নে তারা নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অন-লাইন সংযোগ, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, বিতরণ লাইন, ট্রান্সফরমার ও উপকেন্দ্রসমূহ সংরক্ষণ, মেরামত কাজ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু, কাষ্টমার কমপ্লেইন হ্যান্ডলিং সার্ভিস ও প্রফেশনাল ট্রেইনিং, ইত্যাদি যা বাস্তবায়নে অর্থের প্রয়োজন। ডিপিডিসি খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার গড়ে ১৭.৮৫% বৃদ্ধির প্রস্তাব করে। সেসাথে ডিপিডিসি ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে পিএফসি চার্জ পুন:প্রবর্তনের দাবী জানায় এবং হুইলিং চার্জ বৃদ্ধি হলে তা পাস-থ্রো করার প্রস্তাব করে।

জেরা পর্বে ক্যাব প্রতিনিধি ড. শামসুল আলম বলেন যে, কোনো অর্থবছর শেষ হবার পর আইন অনুসারে কমিশনে ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদনের বিধান রয়েছে যদি না কোনো বড় ধরণের পরিবর্তন না হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন চার্জের জন্য যে দ- আরোপ করা হয় সে দ-ের অর্থ প্রতিবারই ট্যারিফ নিরূপণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবারও তা করা হয়েছে। তিনি এটি না করার পক্ষে মত দেন। তিনি বর্তমান সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি না করার আবেদন জানান।

প্রস্তাবটির ওপর কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি তাদের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। কমিটি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তাদের প্রস্তাবিত ৫.১৫% হারে বর্ধিত পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার ও পিজিসিবি এর জন্য তাদের প্রস্তাবিত ১.৫৩% হারে বর্ধিত সঞ্চালন মূল্যহার অনুযায়ী বর্ধিত বিদ্যুৎ ক্রয় ও সঞ্চালন খরচ, পূর্বের ধারা অনুযায়ী ঋণের সুদ খাতে যাচাই বর্ষের চেয়ে ৫% অধিক, পরিচালন (অবচয় ব্যতিত), মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনিক ব্যয় খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত ব্যয়ের চেয়ে ৬% অধিক, জনবল খাতে যাচাইবর্ষের চেয়ে ৫% অধিক, কোম্পানীর নীট বিক্রির ওপর ০.০৫% হারে বিইআরসি-কে প্রদেয় সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস, এক্সচেঞ্জ রেট ফ্লাকচুয়েশন ও অবচয় খাতে ডিপিডিসি এর প্রস্তাবিত ব্যয় বিবেচনা করেছে। সার্বিক বিচেনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিপিডিসি এর সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা ৪৯,৫২৪.৮৬ মিলিয়ন টাকা। কমিটি ডিপিডিসি-কে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনা বিবেচনা করেছে, ফলে ইক্যুয়িটির ওপর কোন রিটার্ণ বিবেচনা করেনি। কমিটি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিদ্যমান খুচরা মূল্যহার মোতাবেক এনার্জি সেলস রেভিনিউ ৪৮,০৮২.১১ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য পরিচালন আয় খাতে ডিপিডিসি প্রস্তাবিত আয় এবং সুদ আয় খাতে যাচাই বর্ষের অনুরূপ আয়সহ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য চলতি পরিচালন রাজস্ব নিরূপণ করে ৫০,৩৪২.৩০ মিলিয়ন টাকা। কমিটি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ ডিপিডিসি এর প্রস্তাবনা মোতাবেক ৭৫১৮.৭১ মিলিয়ন ইউনিট এবং ১৩২ কেভি লেভেলে সিস্টেম লস ডিপিডিসি প্রস্তাবিত ৯.৫০% এর পরিবর্তে ৯.৩০% বিবেচনা করে। কমিটি তাদের পর্যালোচনা মোতাবেক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিপিডিসি এর সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা থেকে চলতি পরিচালন রাজস্ব বেশী হওয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিপিডিসি-কে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনার জন্য বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না মর্মে জানায়। ডিপিডিসি কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক বিবেচিত সিস্টেম লস ৯.৩০% এর বিপরীতে ৯.৫০% বিবেচনার দাবী জানায়। সেসাথে ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে পিএফসি চার্জ আরোপ করারও অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করে।

যানবাহনের প্রতিকূল অবস্থায় শুনানিতে এসে আলোচনায় অংশগ্রহণ করায় কমিশনের চেয়ারম্যান সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে আগামীতেও এ প্রয়াস বজায় রেখে কমিশনের এ উদ্যোগকে আরও সমৃদ্ধ করতে কমিশন সকলের একান্ত সহযোগিতা পাবে। সেসাথে সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এবং ডিপিডিসিসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের লিখিত মতামত পরবর্তী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে কমিশনে প্রেরণের অনুরোধসহ সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুনানি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ডিপিডিসি শুনানি-পরবর্তী মতামতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন, এবং জনবল খাতে কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হবে বলে উক্ত খাতসমূহে ডিপিডিসি কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিমাণ বিবেচনার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করেছে। এক্সচেঞ্জ রেট ফ্লাকচুয়েশন খাতে যাচাইবর্ষের অনুরূপ পরিমাণ ব্যয় প্রাক্কলন না ধরে ডিপিডিসি এর প্রস্তাবিত পরিমাণ বিবেচনার আবেদন করেছে। ১৩২ কেভি লেভেলে কমিটির বিবেচিত ৯.৩০% সিস্টেম লসের পরিবর্তে ৯.৫০% নির্ধারণের জন্য কমিশনের সুদৃষ্টি কামনা করেছে। এছাড়াও পিএফসি বাবদ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ডিপিডিসি এর প্রস্তাবিত পরিমাণ পুনর্বিবেচনার দাবী জানানো হয়েছে। নন অপারেটিং ব্যয় বাবদ ১,৫০২.৫৭ মিলিয়ন টাকা কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি বিবেচনা করেছে কিন্তু ব্যাংকের স্থায়ী আমানতের সুদের হার হ্রাস পেয়েছে এবং ডিপিডিসি নিজস্ব তহবিল দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় নির্বাহের কারণে অবচয় তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্য ডিপিডিসি উক্ত খাতে ১,৪৫৬.০০ মিলিয়ন টাকার প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছে।

শুনানি-পরবর্তী মতামতে ক্যাব বিতরণ পর্যায়ে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির কোনো প্রস্তাবই যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ গণ্য করা যায়নি উল্লেখ করে বিতরণ পর্যায়ের মূল্যহার পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখার আবেদন জানিয়েছে। সেসাথে ক্যাব উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীর সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নসহ কতিপয় বিষয়ে আদেশ/নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করেছে।

অনুচ্ছেদ - ৪ ঃ কমিশনের পর্যালোচনা ও বিবেচনা

৪.১ কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্ব ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ প্রবিধানমালা মোতাবেক আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি দেওয়ার পর ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানের নির্দেশনা আছে। তবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানি-পরবর্তী মতামত, ডিপিডিসি এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহারে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) এবং সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) বৃদ্ধির প্রভাব অন্তর্ভুক্তিকরণ, সকল শ্রেণির ভোক্তার ওপর মূল্যহার পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া এবং শুনানিতে উঠে আসা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বাড়তি তথ্য ও মতামত প্রাপ্তিতে এবং প্রাপ্ত মতামত ও তথ্য বিশ্লেষণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানে কিছুটা বিলম্ব হয়, যা অনিবার্য ছিল বলে কমিশন মনে করে।

৪.২ সিস্টেম লস ঃ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিপিডিসি এর অর্জিত সিস্টেম লস ছিল ৯.৫৭%। ডিপিডিসি এর প্রস্তাবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সিস্টেম লস দেখানো হয়েছে ৯.৫০% যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত অর্থবছরের জন্য প্রদত্ত টার্গেটের সমান। শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে ডিপিডিসি সিস্টেম লস ৯.৫০% বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন জানিয়েছে। কমিশন বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে। ডিপিডিসি এর বিতরণ এলাকায় পুরাতন বিতরণ লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওভারলোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার পরিবর্তন/ক্ষমতা বৃদ্ধি, এনালগ মিটারের পরিবর্তে ডিজিটাল/স্মার্ট/প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, বিদ্যুতের অপচয় ও চুরি বন্ধসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিট ভিত্তিক সিস্টেম লস হ্রাসের কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে ডিপিডিসি এর সিস্টেম লস আরো কমিয়ে আনার সুযোগ রয়েছে বলে কমিশন মনে করে। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য ডিপিডিসি এর সিস্টেম লস ৯.৪৫% অর্জনের লক্ষমাত্রা ধার্য করে।

৪.৩ **জনবল ব্যয় ঃ**

কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির পর্যালোচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জনবল খাতে যাচাই বর্ষের তুলনায় বাৎসরিক স্বাভাবিক বৃদ্ধি অর্থাৎ ৫% অধিক খরচের বিপরীতে শুনানিতে এবং শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে ডিপিডিসি তাদের প্রস্তাবিত ব্যয় বিবেচনার দাবী জানিয়েছে। এর যুক্তি হিসেবে ডিপিডিসি ডিসেম্বর'১৪ থেকে বিলুপ্ত ডেসা' এর ১,৩৫৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ডিপিডিসি এর কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ীতে রূপান্তরের কারণে বর্ধিত বেতন-ভাতা এবং চলতি অর্থবছরে নতুন জনবল নিয়োগপ্রাপ্তদের বর্ধিত বেতন ও ভাতাদির বিষয় উল্লেখ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিপিডিসি এর জনবল ব্যয় স্বাভাবিক বৃদ্ধির তুলনায় কিছুটা বেশী বিবেচনা করার যৌক্তিকতা রয়েছে।

৪.৪ **পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনিক ব্যয় ঃ**

কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির পর্যালোচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনিক খাতসমূহে যাচাইবর্ষের তুলনায় বিবেচিত বাৎসরিক স্বাভাবিক বৃদ্ধি অর্থাৎ ৬% অধিক খরচের বিপরীতে শুনানিতে এবং শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে ডিপিডিসি তাদের প্রস্তাবিত ব্যয় বিবেচনার দাবী জানিয়েছে। এর যুক্তি হিসেবে ডিপিডিসি ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে material consumption কম হওয়া, গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রমের ফলে customer support service খাতে ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ে উল্লেখ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিপিডিসি এর এ সকল খাতসমূহে স্বাভাবিক বৃদ্ধির তুলনায় কিছুটা অধিক ব্যয় বিবেচনা করার যৌক্তিকতা রয়েছে।

৪.৫ **ডিএসএল পরিশোধ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রসঙ্গে ঃ**

বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার নির্ধারণের যৌক্তিকতা হিসেবে প্রায়শঃ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ এবং নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়নমূলক কর্মকা-ের জন্য অর্থের যোগান/মূলধনজাতীয় ব্যয় নির্বাহের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য, মূল্যহার নির্ধারণে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতি (methodology) অনুসারে সংস্থা/কোম্পানীসমূহের দু'ধরনের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের কস্ট অব ক্যাপিটাল রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথমতঃ ইক্যুয়িটি এবং দ্বিতীয়তঃ ডেবট বা ঋণ। সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক গৃহিত ঋণের সুদ রিটার্ণ অন ডেবট হিসেবে রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় অন্যদিকে বিনিয়োজিত অর্থের মূল (principal) অংশ সম্পদের বিপরীতে চার্জকৃত অবচয় হিসেবে রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পে-ব্যাক দেয়া হয়।

রেগুলেটরী দৃষ্টিকোণ থেকে অবচয়কে বিনিয়োজিত মূলধনের প্রত্যার্পণ (refund)/সম্পদ প্রতিস্থাপনের জন্য ফান্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্পদের বিপরীতে স্থির (constant) চার্জ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবচয়ের মাধ্যমে পে-ব্যাককৃত অর্থের মধ্যে যেহেতু ঋণ নিয়ে সৃষ্ট সম্পদ এবং নিজস্ব অর্থায়নে সৃষ্ট সম্পদ উভয় উৎসের সম্পদের পে-ব্যাককৃত অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে সেহেতু অবচয় বাবদ চার্জকৃত অর্থ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঋণের মূল (principal) অংশ পরিশোধ এবং পুরাতন সম্পদ প্রতিস্থাপনে ব্যয় করা যেতে পারে বলে কমিশন মনে করে। তবে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা মূলধনজাতীয় ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে নতুন ঋণ গ্রহণ এবং/অথবা কিছু

ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত রাজস্ব (নীট মুনাফা) দ্বারা অর্থায়ন করা যেতে পারে। সুতরাং বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অবচয়খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ স্থানান্তর এবং উক্ত অর্থ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ডিএসএল এর মূল (principal) অংশ পরিশোধ ও সম্পদ প্রতিস্থাপনে ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদানের যৌক্তিকতা রয়েছে মর্মে কমিশন মনে করে।

৪.৬ সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ঃ

ক্যাব এর পক্ষ থেকে শুনানিতে এবং শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বণ্টন-বিতরণ উপখাতসমূহের উন্নয়ন সমন্বয়হীন হওয়ায় বিদ্যুৎ খাত অসম উন্নয়নের শিকার। এর ফলে উৎপাদন, সঞ্চলন বা বিতরণ এসবের যে কোনো পর্যায়ে বিদ্যমান ক্ষমতা হয় চাহিদা বেশী থাকায় স্বল্প অথবা চাহিদা কম থাকায় স্বল্প ব্যবহৃত। সেজন্য ভোক্তাদের পক্ষ থেকে সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল পর্যায়ে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ সিস্টেমে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে।

৪.৭ রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি ঃ

ভোক্তাদের জন্য ট্যারিফ সহনীয় রাখার জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারে অফ-লোড (off-load) কৃত শেয়ার মূলধনের ওপর রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি বিবেচনা করছে। অন্যান্য সংস্থা/কোম্পানীর জন্য ব্রেক-ইভেন আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ডিপিডিসি এর জন্য কোনো রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি বিবেচনা করা হয়নি।

৪.৮ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

শুনানিতে বিদ্যুৎ ইউটিলিটিসমূহে কারিগরি নিরীক্ষা সম্পাদনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ভোক্তাদের পক্ষ থেকে কমিশনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিষয়টি কমিশন খুবই গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করেছে। কমিশন দেখছে যে, বৈদ্যুতিক সিস্টেম যদি যুগোপযোগী ও দক্ষ না হয় তাহলে সিস্টেম লস বাড়ে এবং সিস্টেমে ঘনঘন আউটেজ হয়, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। এ বিষয়গুলো রোধ করে যুগোপযোগী ও দক্ষ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল যন্ত্রপাতির দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সেগুলো নিরসন তথা যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে অধিকতর নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ করা প্রয়োজন।

৪.৯ বিতরণ পর্যায়ে খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ঃ

ক্যাবসহ সকল ভোক্তা প্রতিনিধি শুনানিতে উল্লেখ করে যে, বিতরণ পর্যায়ে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না যদি বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার না বৃদ্ধি করা হয়। কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির পর্যালোচনায়ও বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। কমিশন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর আবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে যথাক্রমে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার গড়ে ০.২৩ টাকা/কি.ও.ঘ. (৪.৯৩%) এবং সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) গড়ে ০.০৫

টাকা/কি.ও.ঘ. (২১.৮৬%) বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিদ্যুতের পুনর্নির্ধারিত বাল্ক ও সঞ্চালন মূল্যহার এবং ডিপিডিসি এর পরিচালন ব্যয় বিবেচনায় রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বিতরণ পর্যায়ে ডিপিডিসি এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।

৪.১০ ১১ কেভি আবাসিক ট্যারিফ ঃ

বিউবো এর ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বহুতল আবাসিক ভবনে ১১ কেভি সংযোগ ও ট্যারিফ নির্ধারণের বিষয়ে ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে কমিশনের সাথে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের অনুষ্ঠিত সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ডিপিডিসি এবং ডেসকো এর বিতরণ এলাকায় বহুতল আবাসিক ভবনে ১১ কেভি সংযোগ ও আবাসিক ট্যারিফ প্রচলিত রয়েছে। ডিপিডিসি এবং অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীতে এর প্রচলন নেই। তাই সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীতে ৫০ কিলোওয়াট এর অধিক এবং সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত বহুতল আবাসিক ভবনে সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং মিশ্র আবাসিক (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১১ কেভি সংযোগ প্রদানের বিষয়ে কমিশন একমত পোষণ করে। এক্ষেত্রে ট্যারিফ ক্যাটাগরি হবে 'এ-১ ঃ মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)'। এছাড়াও উক্ত গ্রাহকশ্রেণির সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবাসিক ট্যারিফ, এবং মিশ্র আবাসিক (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) এর আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবাসিক ট্যারিফ ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ট্যারিফ প্রযোজ্য করার বিষয়ে কমিশন একমত পোষণ করে।

৪.১১ কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প/সেচ শ্রেণির জন্য সারাদেশে অভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণ ঃ

বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের ক্ষেত্রে সেচ শ্রেণির মূল্যহার পবিসভেদে সর্বনিম্ন ৩.৩৯ থেকে সর্বোচ্চ ৩.৯৬ টাকা/কি.ও.ঘ., যার গড় ৩.৮২ টাকা/কি.ও.ঘ.। অন্যদিকে ডিপিডিসিসহ অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর ক্ষেত্রে এ মূল্যহার ২.৫১ টাকা/কি.ও.ঘ.। মূল্যহারের এ পার্থক্য দূরীকরণের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের বিভিন্ন সময়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সার্বিক পর্যালোচনায় কমিশন সারাদেশে সেচ শ্রেণির অভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করে বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের ক্ষেত্রে সেচ শ্রেণির বিদ্যমান গড় মূল্যহার ৩.৮২ টাকা/কি.ও.ঘ. ডিপিডিসিসহ সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর জন্য প্রযোজ্য করার বিষয়ে একমত পোষণ করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তথ্য মোতাবেক ডিপিডিসি এর মোট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণের মধ্যে মাত্র ০.০০৩% সেচ শ্রেণিতে ব্যবহার হয়ে থাকে। সে মোতাবেক বিবেচিত মূল্যহারে সেচ শ্রেণি থেকে ডিপিডিসি এর বর্ধিত রাজস্ব অর্জিত হবে বছরে প্রায় ০.২৩ মিলিয়ন টাকা।

৪.১২ সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর জন্য ১৩২ কেভি ও ২৩০ কেভি লেভেলে মূল্যহার নির্ধারণ প্রসঙ্গে ঃ

বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার কাঠামোতে বিউবো এবং ডিপিডিসি এর ক্ষেত্রে ১৩২ কেভি লেভেলে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারিত আছে। অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর বিতরণ এলাকায় এ লেভেলে গ্রাহক না থাকায় এবং এ লেভেলে মূল্যহার নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক কমিশনের নিকট উপস্থাপন না করায় কমিশন কর্তৃক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়নি। তবে কোনো বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর বিতরণ এলাকায় ১৩২/২৩০ কেভি লেভেলে গ্রাহকের চাহিদা থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট বিতরণ

সংস্থা/কোম্পানী সেসকল সম্ভাব্য গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করতে কারিগরিভাবে প্রস্তুত থাকলে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর আবেদনের ভিত্তিতে কমিশন ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর বিতরণ এলাকার জন্য ১৩২/২৩০ কেভি লেভেলে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করবে। বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার কাঠামোতে কোনো বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর ক্ষেত্রে ২৩০ কেভি লেভেলে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারিত নেই। বিউবো এর বিতরণ এলাকায় গ্রাহকের চাহিদা থাকায় এবং উক্ত সম্ভাব্য গ্রাহককে সংযোগ প্রদানের জন্য বিউবো কারিগরিভাবে প্রস্তুত থাকায় বিউবো এর বিতরণ এলাকার জন্য ২৩০ কেভি লেভেলে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়টি কমিশন বিবেচনা করছে।

৪.১৩ বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণি এবং ধাপের মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত নীতি ঃ

কমিশন গ্রাহকদের আর্থিক সক্ষমতা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব, বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপের মধ্যে ক্রস-সাবসিডি, বিশেষ করে পিক-আওয়ারে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য অফ-পীক সময়ে নিম্ন এবং পীক-সময়ে উচ্চ মূল্যহার নির্ধারণ, বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে সিস্টেম লসের পার্থক্য, কিছু ক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ, সর্বোপরি সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ইত্যাদি বিবেচনা করে বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপের জন্য মূল্যহার নির্ধারণ করে থাকে। যেমন গরীব আবাসিক গ্রাহকদের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করে আবাসিক লাইফ লাইন (১-৫০ ইউনিট) ও আবাসিক শ্রেণির প্রথম ধাপ (১-৭৫ ইউনিট) এ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব বিবেচনায় কৃষি শ্রেণিতে মূল্যহার সর্বনিম্ন নির্ধারণ করা হয়। তবে আবাসিক শ্রেণির অন্যান্য ধাপে ক্রমান্বয়ে অধিক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। অনাবাসিক/দাতব্য প্রতিষ্ঠান (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রেও নিম্ন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। এ ধরণের কতিপয় শ্রেণি ও ধাপে নিম্ন মূল্যহার নির্ধারণের কারণে সৃষ্ট রাজস্ব ঘাটতি বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপের মধ্যে ক্রস-সাবসিডির মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণি ও ধাপের মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসৃত এ নীতি যৌক্তিক বলে কমিশন মনে করে।

অনুচ্ছেদ - ৫ ঃ রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement)

ডিপিডিসি এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, শুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, শুনানি-পরবর্তী মতামত/তথ্য এবং উপরিউক্ত পর্যালোচনা ও বিবেচনার ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বিদ্যুৎ আমদানি, সিস্টেম লস, বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছে ঃ

২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বিদ্যুৎ আমদানি, সিস্টেম লস এবং বিদ্যুৎ বিক্রয়/বিতরণের পরিমাণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ আমদানি এবং বিক্রয় (মিলিয়ন ইউনিট)
(১)	বিদ্যুৎ আমদানি (মিলিয়ন ইউনিট)	৭৫১৭.১৯
(২)	সিস্টেম লস (%)	৯.৪৫%
(৩)	বিদ্যুৎ বিক্রয়/বিতরণ (মিলিয়ন ইউনিট)	৬,৮০৬.৮১

২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
	পরিচালন ব্যয় ঃ	
(১)	পরিচালন (অবচয় ব্যতিত)	২৩৬.২০
(২)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬৯৩.৬১
(৩)	জনবল	২,৪৭৪.৬৭
(৪)	প্রশাসনিক	২৪৫.৭৩
(৫)	বিইআরসি এর সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস	২৪.৮১
(৬)	এক্সচেঞ্জ রেট ফ্লাকচুয়েশন	২০.৭৩
(৭)	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ**	**৩,৬৯৫.৭৫**
(৮)	অবচয়	৮৯৬.০০
(৯)	আয়কর	১৪৮.৮৯
(১০)	ঋণের সুদ	৯৬০.০০
(১১)	বাল্ক বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়	৪২,৮৪২.৬৬
(১২)	সঞ্চালন ব্যয়	২,০৮২.৭২
(১৩)	**মোট রাজস্ব চাহিদা**	**৫০,৬২৬.০২**
(১৪)	**ইউনিটপ্রতি মোট রাজস্ব চাহিদা/কস্ট অব সার্ভিস**	**৭.৪৪**
	চলতি পরিচালন আয় ঃ	
(১৫)	এনার্জি চার্জ থেকে আয়	৪৬,২১৮.২৫
(১৬)	ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ থেকে আয়	১,১৯২.৬৭
(১৭)	অন্যান্য পরিচালন আয়	৭৫৭.৬২
(১৮)	সুদ আয়	১,৪৬০.০০
(১৯)	**মোট চলতি পরিচালন আয়**	**৪৯,৬২৮.৫৪**
(২০)	বর্তমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারে রাজস্ব ঘাটতি	**৯৯৭.৪৮**
(২১)	ইউনিটপ্রতি বর্তমান গড় খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহার (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ ব্যতিত)	**৬.৭৯**
(২২)	ইউনিটপ্রতি অন্যান্য আয় (ন্যূনতম, ডিমান্ড ও সার্ভিস, অন্যান্য পরিচালন এবং সুদ)	০.৫০
(২৩)	**ইউনিটপ্রতি মোট চলতি পরিচালন আয়**	**৭.২৯**
(২৪)	বর্তমান খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহারে ইউনিটপ্রতি রাজস্ব ঘাটতি	**০.১৫**
(২৫)	ইউনিটপ্রতি প্রয়োজনীয় গড় খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ ব্যতিত)	**৬.৯৪**
(২৬)	গড় খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহার বৃদ্ধির হার (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ ব্যতিত)	**২.২০%**

উপরের ছকে প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিপিডিসি এর মোট রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ ৫০,৬২৬.০২ মিলিয়ন টাকা বা ৭.৪৪ টাকা/কি.ও.ঘ.। বর্তমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারে বর্তমান খুচরা মূল্যহারে বিদ্যুৎ বিক্রয় (এনার্জি, ন্যূনতম, ডিমান্ড ও সার্ভিস চার্জ), অন্যান্য পরিচালন আয় এবং সুদ আয় থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিপিডিসি এর মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব ৪৯,৬২৮.৫৪ মিলিয়ন টাকা বা ৭.২৯ টাকা/কি.ও.ঘ.। এর মধ্যে এনার্জি চার্জ থেকে আয় (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) ৬.৭৯

টাকা/কি.ও.ঘ. এবং অন্যান্য আয় (ন্যূনতম, ডিমান্ড ও সার্ভিস চার্জ, অন্যান্য পরিচালন এবং সুদ) ০.৫০ টাকা/কি.ও.ঘ.। বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা এবং মোট চলতি পরিচালন আয় বিবেচনায় মোট রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়ায় ৯৯৭.৪৮ মিলিয়ন টাকা বা প্রায় ০.১৫ টাকা/কি.ও.ঘ.। সে মোতাবেক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিপিডিসি এর ইউনিটপ্রতি বর্তমান গড় খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহার (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জ ব্যতিত) ৬.৭৯ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে প্রায় ২.২০% বা ০.১৫ টাকা/কি.ও.ঘ. বৃদ্ধি করে ৬.৯৪ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণের প্রয়োজন হবে। তবে কম সচ্ছল বিতরণ কোম্পানীর রাজস্ব চাহিদা পূরণ এবং সারা দেশে অভিন্ন খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের নীতির কারণে ডিপিডিসি এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির প্রকৃত গড় হার বর্ণিত প্রয়োজনীয় হার থেকে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।

অনুচ্ছেদ - ৬ ঃ কমিশনের আদেশ

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশন আদেশ প্রদান করছে যে-

(১) খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে ডিপিডিসি এর রাজস্ব চাহিদা ৫০,৬২৬.০২ মিলিয়ন টাকায় স্থির করা হলো। সে অনুসারে রাজস্ব চাহিদা অর্জন এবং সারাদেশে অভিন্ন খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহার (আবাসিক শ্রেণির লাইফ-লাইন ব্যতিত) নির্ধারণের নীতির কারণে ডিপিডিসি এর ইউনিটপ্রতি খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ভারিত গড়ে ০.২২ টাকা/কি.ও.ঘ. (৩.২৪%) বৃদ্ধি করা হলো।

(২) ডিপিডিসি এর ৫০ কিলোওয়াট এর অধিক এবং সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত বহুতল আবাসিক ভবনে সম্পূর্ণ আবাসিক এবং মিশ্র আবাসিক (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'এ-১ ঃ মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)' নামে একটি নতুন গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি করা হলো। উক্ত গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে গ্রাহকশ্রেণি 'এ ঃ আবাসিক' এর অনুরূপ হারে ইউনিটপ্রতি মূল্যহার নির্ধারণ করা হলো। নতুন সৃষ্ট উক্ত গ্রাহকশ্রেণির সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবাসিক মূল্যহার প্রযোজ্য করা হলো, এবং মিশ্র আবাসিক (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) এর আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবাসিক মূল্যহার ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক মূল্যহার প্রযোজ্য করা হলো। তবে 'এ-১ ঃ মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)' গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ, মিটারিং, বিলিং পদ্ধতি, অন্যান্য চার্জ (ন্যূনতম/ডিমান্ড/সার্ভিস/বিবিধ), জামানত এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কমিশন পৃথক আদেশ/নির্দেশনা জারী করবে।

(৩) ডিপিডিসি এর পুনর্নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি এ আদেশের অংশ হিসেবে পরিশিষ্ট-'ক' এ সংযুক্ত করা হলো।

(৪) ডিপিডিসি পরবর্তী মাসের বিদ্যুৎ বিলের সাথে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত উক্ত গণবিজ্ঞপ্তির একটি হুবহু কপি সকল গ্রাহককে সরবরাহ করবে।

(৫) অর্থবছর শেষে ডিপিডিসি তার উদ্বৃত্ত রাজস্ব (নীট মুনাফা) পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ জমা/স্থানান্তর করবে এবং এরূপ উদ্বৃত্ত রাজস্ব ব্যবহারের প্রস্তাবসহ এর স্থিতি প্রতিবেদন অর্থবছর শেষে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে। কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে ডিপিডিসি এর উদ্বৃত্ত রাজস্ব (নীট মুনাফা) ব্যয় করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ - ৭ ঃ কমিশনের নির্দেশনাবলী

(১) বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩২ মোতাবেক কমিশনের পূর্বসম্মতি ব্যতিত ডিপিডিসি, ক্রয় বা অন্য কোনভাবে আন্ডারটেকিং অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহের কোনো স্থাপনা বা অংশবিশেষ অর্জন করিবে না এবং তার কোনো আন্ডারটেকিং বা উহার কোনো অংশ বিক্রয়, বন্ধক, লীজ, বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করিবে না ।

(২) ডিপিডিসি এর বিতরণ সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে চলমান প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে । এ লক্ষ্যে ডিপিডিসি-

(ক) পুরাতন বিতরণ লাইনের যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, পুরাতন/ওভারলোডেড বিতরণ লাইন ও ট্রান্সফরমারের ক্ষমতাবৃদ্ধি/পরিবর্তন, এনালগ মিটারের পরিবর্তে ডিজিটাল/স্মার্ট/প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, বিদ্যুতের অপচয় ও চুরি বন্ধসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ও গৃহিত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে ।

(খ) সকল ফিডারে আগামী ১(এক) বছরের মধ্যে এনার্জি মিটার চালু/স্থাপন করবে, ফিডারভিত্তিক বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় ও সিস্টেম লস নিরূপণ করবে এবং ফিডারভিত্তিক সিস্টেম লস হ্রাসে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ডিপিডিসি কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা ও উহা বাস্তবায়নের সময়সীমা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে ।

(৩) ডিপিডিসি তার আওতাধীন সকল বিতরণ লাইন এবং উপকেন্দ্রসহ বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় যন্ত্রপাতির কারিগরি দুর্বলতা/ত্রুটি চিহ্নিত করতঃ সেগুলো নিরসনে যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । এতদ্‌বিষয়ে ডিপিডিসি কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা ও উহা বাস্তবায়নের সময়সীমা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে ।

(৪) ডিপিডিসি প্রতিবছর তার আওতাধীন সামগ্রিক বিতরণ সিস্টেমের এনার্জি অডিট সম্পাদন করতঃ কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কমিশনকে অবহিত করবে ।

(৫) ডিপিডিসি তার বিতরণ সিস্টেমে কমিশন আদেশ অনুযায়ী পাওয়ার ফ্যাক্টর বজায় রাখার জন্য ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় মানের পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম স্থাপনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এতদ্‌বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনকে অবহিত করবে ।

(৬) ডিপিডিসি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ন্যূনতম ব্যয়ভিত্তিক দক্ষ বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম গড়ে তুলবে । ডিপিডিসি এ লক্ষ্যে বিউবো, পিজিসিবি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিসসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে এবং এ বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থা ষান্মাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে ।

(৭) সিস্টেম লস সমন্বয় নামে overbilling করা যাবে না । বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অভিন্ন বিলিং ফরম/ফরম্যাট ব্যবহার করতে হবে । তবে যতদিন কমিশন কর্তৃক অভিন্ন বিলিং ফরম/ফরম্যাট সরবরাহ করা না হবে ততদিন বিদ্যমান ফরম/ফরম্যাট ব্যবহার করা যাবে ।

(৮) ডিপিডিসি তার সকল স্থাপনায় (অফিস, আবাসিক কোয়ার্টার, স্কুল, রেস্ট হাউজ, ইত্যাদি) ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল যথাযথ শ্রেণির মূল্যহার অনুযায়ী যথাসময়ে পরিশোধ/আদায় করবে।

(৯) সকল পর্যায়ে ব্যয়-সাশ্রয়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এতদ্‌বিষয়ে ডিপিডিসি কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা, অর্জিত/অর্জিতব্য সুফলসহ আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

(১০) সকল শিল্প-কলকারখানায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মেশিনারিজ, টুলস ও অ্যাপ্লায়েন্সেস ব্যবহার, ভোক্তাপর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক পণ্য-সামগ্রী ব্যবহার ও সকল পর্যায়ে বিদ্যুতের অপচয় রোধ করার জন্য ডিপিডিসি সকলকে উৎসাহিত করবে এবং কো-জেনারেশন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(১১) গ্রাহক কর্তৃক সংযোগ গ্রহণকালে জামানত হিসেবে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হবে এবং ইতোমধ্যে এখাতে জমাকৃত সমুদয় অর্থ উক্ত পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা/স্থানান্তর করতে হবে। এতদ্‌বিষয়ে অর্থবছর শেষে হালনাগাদ অবস্থা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করতে হবে।

(১২) অবচয়খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ জমা/স্থানান্তর করতে হবে এবং উক্ত অর্থ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঋণের মূল (principal) অংশ পরিশোধ এবং সম্পদ প্রতিস্থাপনে ব্যয় করতে হবে। এতদ্‌বিষয়ে অর্থবছর শেষে হালনাগাদ অবস্থা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করতে হবে।

(১৩) ডিপিডিসি এর কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক জমাকৃত এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য দেয় জিপিএফ, সিপিএফ, গ্র্যাচুয়িটি এবং পেনশন খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ খাতভিত্তিক পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ জমা/স্থানান্তর করতে হবে। জমাকৃত অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদও এ ফান্ডের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(১৪) কমিশন কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) অতি-সত্বর বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এতে বর্ণিত নির্দেশনাবলী অনুসরণপূর্বক প্রতিবছর হিসাবরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

(১৫) ডিপিডিসি তার মালিকানাধীন সকল সম্পদের একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্সড অ্যাসেট (fixed asset) রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে। উক্ত ফিক্সড অ্যাসেট রেজিষ্টারে সম্পদের বিবরণ, অবস্থান, সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির তারিখ, কস্ট, সংযোজন, ব্যবহার্য আয়ুষ্কাল, অবচয়ের হার, অবচয়ের পরিমাণ, রিটায়ারমেন্ট, ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

29/08/2016
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

29/8/2016
(মোঃ মাকসুদুল হক)
সদস্য

29/8/2016
(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য

29/8/2016
(ড. সেলিম মাহমুদ)
সদস্য

২৯/৮/১৬
(এ আর খান)
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

গণবিজ্ঞপ্তি

নং- বিইআরসি/ট্যারিফ/বিতরণ-০৯/ডিপিডিসি/অংশ-০২/৩০৬১ তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) এর বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে কার্যকর করে নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	অনুমোদিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার টাকা/কি.ও.ঘ.
১	২	৩
(১)	শ্রেণি-এ ঃ আবাসিক শ্রেণি-এ-১ ঃ মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)	
	লাইফ লাইন ঃ ১-৫০ ইউনিট	৩.৩৩
	(ক) প্রথম ধাপ ঃ ১-৭৫ ইউনিট	৩.৮০
	(খ) দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৭৬-২০০ ইউনিট	৫.১৪
	(গ) তৃতীয় ধাপ ঃ ২০১-৩০০ ইউনিট	৫.৩৬
	(ঘ) চতুর্থ ধাপ ঃ ৩০১-৪০০ ইউনিট	৫.৬৩
	(ঙ) পঞ্চম ধাপ ঃ ৪০১-৬০০ ইউনিট	৮.৭০
	(চ) ষষ্ঠ ধাপ ঃ ৬০০ ইউনিটের অধিক	৯.৯৮
(২)	শ্রেণি - বি ঃ কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	৩.৮২
(৩)	শ্রেণি - সি ঃ ক্ষুদ্র শিল্প	
	(ক) ফ্ল্যাট	৭.৬৬
	(খ) অফ-পীক সময়ে	৬.৯০
	(গ) পীক সময়ে	৯.২৪
(৪)	শ্রেণি - ডি ঃ অনাবাসিক বাতি ও বিদ্যুৎ	৫.২২
(৫)	শ্রেণি - ই ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস	
	(ক) ফ্ল্যাট	৯.৮০
	(খ) অফ-পীক সময়ে	৮.৪৫
	(গ) পীক সময়ে	১১.৯৮
(৬)	শ্রেণি - এফ ঃ মধ্যমচাপ সাধারণ ব্যবহার (১১ কেভি)	
	(ক) ফ্ল্যাট	৭.৫৭
	(খ) অফ-পীক সময়ে	৬.৮৮
	(গ) পীক সময়ে	৯.৫৭

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	অনুমোদিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার টাকা/কি.ও.ঘ.
১	২	৩
(৭)	শ্রেণি - জি - ২ ঃ অতি উচ্চচাপ সাধারণ ব্যবহার (১৩২ কেভি) (ক) ফ্ল্যাট (খ) অফ-পীক সময়ে (গ) পীক সময়ে	 ৭.৩৫ ৬.৭৪ ৯.৪৭
(৮)	শ্রেণি - এইচ ঃ উচ্চচাপ সাধারণ ব্যবহার (৩৩ কেভি) (ক) ফ্ল্যাট (খ) অফ-পীক সময়ে (গ) পীক সময়ে	 ৭.৪৯ ৬.৮২ ৯.৫২
(৯)	শ্রেণি - জে ঃ রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প	৭.১৭

২। লাইফ-লাইন (১-৫০ ইউনিট) গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার অপরিবর্তিত থাকবে। এ মূল্যহারের সুবিধা আবাসিক শ্রেণির অন্য গ্রাহকগণ পাবেন না।

৩। আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির দ্বিতীয় ধাপ থেকে ষষ্ঠ ধাপে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সকল গ্রাহক পূর্ববর্তী ধাপ/ধাপসমূহের মূল্যহারের সুবিধা পাবেন।

৪। 'মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)' গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ, মিটারিং, বিলিং পদ্ধতি, অন্যান্য চার্জ (ন্যূনতম/ডিমাণ্ড/সার্ভিস/বিবিধ), জামানত এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কমিশন পৃথক আদেশ/নির্দেশনা জারী করবে।

৫। অন্য সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ন্যূনতম চার্জ, সার্ভিস চার্জ, ডিমাণ্ড চার্জ, বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল এবং প্রচলিত মূল্য সংযোজন কর অপরিবর্তিত থাকবে।

৬। 'মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)' গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান হারে বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল এবং মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে।

৭। খুচরা বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যমান অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৮। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে।

29/08/2023
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

29/8/2023
(মোঃ মাকসুদুল হক)
সদস্য

29/8/2023
(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য

29/8/2023
(ড. সেলিম মাহমুদ)
সদস্য

(এ আর খান)
চেয়ারম্যান